

আইন কমিশন বিধিমালা, ২০০৯ (খসড়া)

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৯ নং আইন)-এর ধারা ৯ক-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই বিধিমালা আইন কমিশন বিধিমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,

(ক) “আইন” অর্থ ১৯৯৬ সনের আইন কমিশন আইন (১৯৯৬ সনের ১৯ নং আইন);

(খ) “কমিশন” অর্থ ১৯৯৬ সনের আইন কমিশন আইনের ধারা ৩-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আইন কমিশন;

(গ) “চেয়ারম্যান” অর্থ আইন কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঘ) “সদস্য” অর্থ আইন কমিশনের কোন সদস্য;

(ঙ) “সচিব” অর্থ এই বিধিমালা অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনের সচিব; এবং

(চ) “সভাপতি” অর্থ চেয়ারম্যান বা কমিশনের কোন সভায় সভাপতিত্বকারী কোন সদস্য।

৩। কমিশন সচিবালয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারী:

(১) এই বিধিমালা ও আইনের অধীনে গঠিত কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কমিশনের একটি সচিবালয় থাকিবে।

(২) সচিব এই সচিবালয়ের প্রধান হইবেন এবং তিনি এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী তাঁহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) আইনের ধারা ৮-এর বিধান অনুযায়ী সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিযুক্ত হইবেন।

(৪) প্রেষণে, চুক্তিমূলে ও খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সচিবালয়ে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী, ছুটি, সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা, ভাতাদি, অবসর গ্রহণ, চাকুরী অবসান, অব্যাহতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মকানুন প্রযোজ্য হইবে।

(৫) সচিব কমিশনের সকল রেকর্ড তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

৪। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা:

(১) চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারণ সাপেক্ষে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি/সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

৫। কমিশনের সভা ও আলোচ্যসূচী নির্ধারণ:

(১) সচিব, চেয়ারম্যান বা তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত সদস্যের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে সভা আহ্বানের লিখিত নোটিশ সকল সদস্যের নিকট অন্তত ৩ (তিন) দিন পূর্বে প্রেরণ করিবেন। তবে, চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য জরুরী বিবেচনা করিলে তদপেক্ষা কম সময়ের নোটিশেও সভা আহ্বানের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিবেন।

(৩) সচিব কমিশনের সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) কমিশনের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে পক্ষে-বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হইলে সভাপতি একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে কার্য সম্পাদন:

(১) কমিশনের কোন সভায় চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকিলে, তৎকর্তৃক পূর্বে মনোনীত সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান সাধারণভাবে সকল সভার জন্য বা কোন নির্দিষ্ট সভার জন্য সভাপতিত্বকারী সদস্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত সদস্য সংশ্লিষ্ট সভায় যথাযথ ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভোট প্রদানসহ সভাপতির সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিয়া না থাকিলে, তাহার অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত তাহাকে অবহিত না করা পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর চেয়ারম্যান উহার বাস্তবায়নে সম্মতি দিতে পারেন অথবা পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৭। পদ শূণ্যতার কারণে কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ না থাকা: কোন সময় চেয়ারম্যান ব্যতীত কমিশনের অন্য কোন সদস্যের পদশূণ্য থাকার কারণে কমিশনের সভা অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে না। কমিশনের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য ২ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৮। সভার কার্যবিবরণী:

(১) সচিব বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন কর্মকর্তা সভার বিবরণী ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কার্যবিবরণীতে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দস্তখত গ্রহণক্রমে উহা যথাশীঘ্র সম্ভব সভায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) কার্যবিবরণী প্রাপ্ত হওয়ার অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে যে কোন সদস্য লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করিলে লিখিতভাবে চেয়ারম্যান বা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নিকট তাহার মতামত পরবর্তী সভার পূর্বেই প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) কমিশন সভার বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ ও কমিটি গঠন:

(১) কমিশনের দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিশন উহার বিবেচনামত যথাযথ নির্দেশনা সাপেক্ষে এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এবং প্রয়োজনবোধে কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিশন উহার কর্মপরিধিভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার কোন সদস্যকে বা কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

১০। কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপনীয় বিষয়াবলী: আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে

নিম্নলিখিত বিষয়াবলী কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য কমিশন সমক্ষে উপস্থাপন করিতে হইবে:

- (ক) কমিশনের কর্মপরিকল্পনা;
- (খ) কমিশনের প্রতিবেদন;
- (গ) কমিশন তহবিল হইতে অর্থ ব্যয়;
- (ঘ) কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে চাকুরী হইতে অপসারণ, বরখাস্তকরণ ইত্যাদি কোন শাস্তিমূলক বিষয়াদি;
- (ঙ) কমিশনের কোন কর্মকর্তাকে আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান;
- (চ) কমিশনের এজিয়ারভুক্ত কোন বিষয়ে গবেষণা কার্য পরিচালনা;
- (ছ) ওয়ার্কসপ, সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদির অনুষ্ঠান;
- (জ) কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ; এবং
- (ঝ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

১১। কমিটি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: বিধি ৯-এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা

কমিটি উহার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে তৎসম্পর্কে চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন। চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধে উক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিয়া বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য উক্ত কমিটি বা ব্যক্তিকে নির্দেশ না দিলে উক্ত কমিটি বা ব্যক্তি উহা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১২। সচিবের আর্থিক ক্ষমতা:

(১) কমিশনের সকল আর্থিক বিষয়ে সচিব বা কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

হইবেন কমিশনের আয়ণ ও ব্যয়ণ কর্মকর্তা ।

(২) প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে সচিব ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে উহার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে ।

১৩। নির্বাহী ক্ষমতা:

(১) এই বিধিমালা ও আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা কমিশনের উপর ন্যস্ত হইবে ।

(২) এই বিধিমালা বা আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, কমিশনের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত ক্ষমতা বিধি মোতাবেক প্রয়োগ করিবেন ।

(৩) কমিশনের নির্বাহী বা অন্যকোন কার্য কমিশনের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা সচিবের স্বাক্ষর ও সীল মোহর দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে ।

১৪। অন্যান্য অফিস বা কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ: চেয়ারম্যানের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে

সচিব বা তদকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সহিত পত্র-যোগাযোগ করিতে পারিবেন ।

১৫। কমিশনের তহবিল সংরক্ষণ, প্রয়োগ ও পরিচালনা:

(১) কমিশনের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন তপসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে ।

(২) উল্লিখিত ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে সচিবের একক স্বাক্ষরে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পরিমান অর্থ এবং সচিব ও কমিশন কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকার অধিক অর্থ উত্তোলন করা যাইবে ।

(৩) আইনের ৭গ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিশনের এজিয়ারভুক্ত যে কোন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে এই তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে এবং এই ব্যয়িত অর্থ কমিশনের তহবিল হইতে ব্যয়যোগ্য অর্থ হিসাবে গণ্য হইবে ।

(৪) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে ।

(৫) কমিশনের তহবিলে জমাকৃত ও তহবিল হইতে ব্যয়িত সকল অর্থের হিসাব একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষিত থাকিবে এবং সচিব বা কমিশন কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা ঐ রেজিষ্টারে সকল অন্তর্ভুক্তি প্রদান করিবেন।

(৬) সরকার হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ এবং অনুদান বা অন্য কোন ভাবে প্রাপ্ত অর্থের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষিত হইবে এবং সচিব বা কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এইরূপ হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(৭) তহবিল হইতে ব্যয়িত সকল অর্থের রসিদ নিরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

১৬। কমিশনের পতাকা:

(১) কমিশনের একটি পতাকা থাকিবে যাহা লাল ও সবুজ পটভূমির উপর কমিশনের 'লোগো' সম্বলিত হইবে। পতাকার আকার এবং নকশা প্রথম তপসিলে প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী হইবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের পরিবহনের জন্য যানবাহনে কমিশনের পতাকা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১৭। কমিশনের 'লোগো':

(১) কমিশনের একটি 'লোগো' থাকিবে যাহা লাল ও সবুজ পটভূমিতে তৈরী হইবে। 'লোগো'র আকার এবং অন্যান্য বিষয় দ্বিতীয় তপসিলে প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী হইবে।

(২) কমিশনের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষেত্রে 'লোগো' ব্যবহৃত হইবে।

১৮। গবেষণা সহযোগী ও পরামর্শক নিয়োগ:

(১) কমিশন ইহার গবেষণাকার্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে ৬ মাস মেয়াদের জন্য একসঙ্গে অনধিক তিন জন গবেষণা সহযোগী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) গবেষণা সহযোগীগণ সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে সন্মানসহ স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণী প্রাপ্তগণ অথবা এইরূপ অধিকাংশ পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণী প্রাপ্তগণ অগ্রাধিকার পাইবেন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অগ্রাধিকার পাইবেন।

(৩) গবেষণা সহযোগীগণের পারিশ্রমিক, হাতখরচ বা ভাতা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) গবেষণা কার্যে সহায়তার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) কোন নির্দিষ্ট গবেষণাকার্যের জন্য কমিশন পরামর্শকের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক, ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৯। অন্যান্য বিষয় কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ: এই বিধিমালায় বর্ণিত নহে এমন গবেষণা, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে কমিশন, সরকারী নিয়ম-কানূনের আলোকে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

প্রথম তপসিল

(বিধি ১৬)

কমিশনের পতাকার নকশা হইবে নিম্নরূপ, যাহার আকারের অনুপাত হইবে ৫:৩।



দ্বিতীয় তপসিল

(বিধি ১৭)

কমিশনের 'লোগো' হইবে নিম্নরূপ:

